তারিখ ... 22 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

আন্দোলনের মাঠ ছাড়ছেন না কলেজ শিক্ষকরা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে 'লাগাতার' কর্মবিরতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আপাতত সরে এলেও আন্দোলনের মাঠে থেকেই যাচ্ছেন সরকারি কলেজ শিক্ষকরা। নতুন বেতন কাঠামোয় 'পদমর্যাদা' ও 'বেতনক্রম অবনমন'সহ কয়েকটি দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তারা এ আন্দোলন করছেন। এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে আজ কর্মসূচি ঠিক করবেন তারা।

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) মিলনায়তনে জরুরি সভায় মিলিত হচ্ছেন শিক্ষকরা। এতে সব সরকারি কলেজ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্যাহ সমকালকে বলেন, দাবি পূরণে সরকারকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারের 'বৈষম্য' নিরসনের বিষয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। তিনি বলেন, শুক্রবার (আজ) নায়েমে জরুরি সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে।

আজ জরুরি সভা

'লাগাতার' কর্মবিরতিতে যাওয়ার ইঙ্গিত না দিলেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'টানা কর্মবিরতি' দেওয়ার কথা ভাবছেন জানিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের এই শিক্ষক নেতা বলেন, সবার মোটিভ বুঝে নতুন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত হবে। 'হাউস' কঠোর কর্মসূচির কথা ভাবলে তাহলে 'লাগাতার' কর্মসূচিও আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য আবদুল কুদ্দুস সিকদার সমকালকে বলেন, সবার উপস্থিতিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এমনও হতে পারে সেটা 'লাগাতার' কর্মবিরতি। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোয় পদ আপগ্রেডেশন, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল, বৈষম্য নিরসনে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দাবিতে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করছেন সরকারি কলেজ শিক্ষকরা।

সমিতির সভাপতি নাসরীন বেগম সমকালকে বলেন, বেতন কাঠামো চূড়ান্তের আগে অর্থ সচিবের সঙ্গে শিক্ষকদের সভা হয়েছিল। শিক্ষা ক্যাডারের বৈষম্য নিরসনে সচিব তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন। অথচ বেতন কাঠামোর গেজেটে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তাদের সঙ্গে রীতিমতো প্রতারণা করা হয়েছে। এখন দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে বলে জানান তিনি।